দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 01 OCT 1998
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

একটি সরকারী সার্কুলারের কারণে মাধ্যমিক শিক্ষায় নয়া সঙ্কট

রাজধানীর ১৩ স্কুলে দুই শিফটের স্থলে এক শিফট ॥ ৫০ ভাগ ছাত্র হ্রাস

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

রাজধানীতে শিক্ষার্থীকদের লেখাপড়ার স্থান সঙ্কুলানের তীব্র চাহিদার মুখেও মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর এই সুযোগ আরও সঙ্কুচিত করেছে। এক আদেশবলে অধিদফতর নগরীর ১৩টি প্রথম শ্রেণীর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুই শিফটের প্রচলিত পদ্ধতি পরিবর্তন করে দেয়। এতে একদিকে স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ প্রায় পঞ্চাশ ভাগ হ্রাস পায়। অপরদিকে সৃষ্টি হয় নানা প্রশাসনিক জটিলতা। এসব প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। সম্প্রতি স্কুলগুলোর প্রধান শিক্ষকগণ তাদের সমস্যার কথা উল্লেখ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে দরখাস্ত পাঠিয়েছেন। নগরীর উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই শিফটে দু'টি পূর্ণাঙ্গ স্কুল পরিচালিত হয়ে এসেছে। একজন প্রধান শিক্ষক ও দুই শিফটের জন্য দুই জন সহকারী প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচালিত স্কুলগুলোতে দুই শিফটেই প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানো হতো। এই নিয়ম চলে এসেছে দীর্ঘদিন থেকে। হঠাৎ করে একজন অজ্ঞাত বিশেষজ্ঞ মত প্রকাশ করলেন, এই পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্কুলে ক্লাসের সময় যথেষ্ট নয়। গত বছর প্রথম দিকে এই মতবাদের প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক অধিদফতর কোন প্রকার প্রস্তুতি ছাড়া এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন না নিয়ে ১৩টি বিদ্যালয়ে এক নতুন ফরমান জারি করে দেয়। নতুন ফরমান অনুযায়ী বিদ্যালয়গুলোতে মর্নিং শিফটে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং ডে শিফটে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদানের নির্দেশ দেয়া হয়। গত বছর মে মাসে জারি করা ফরমানের ভিত্তিতে স্কুলগুলোর শিক্ষকদের দায়িত্ব, ক্লাসের সময়সূচী পুনর্নির্ধারণ করা হয়। আগের নিয়ম অনুযায়ী একটি স্কুল কাঠামোতে দুই শিফটে দু'টি পূর্ণাঙ্গ স্কুল পরিচালিত হয়েছে। বর্তমান নিয়মে অর্ধেক শিক্ষার্থীই অতিরিক্ত হয়ে গেছে। প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নিয়োগকৃত শিক্ষকদের প্রথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদানে বাধ্য করতে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। শিক্ষকদের বোর্ডে পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হচ্ছে সমস্যা। ফলে বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা বোর্ডে অসত্য তথ্য প্রদান করছে। শিক্ষকদের মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে কোন্দল, গ্রুপিং। এতে স্কুলগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

সম্প্রতি এসব স্কুলের মধ্যে সাতটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে লিখিত এক আবেদন পত্রে স্কুলগুলোকে আগের নিয়মে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন।